ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আলোকচিত্রীদের দেখে মেজাজ হারালেন সারা!

পৃঃ ৫

আইপিএলে যে লজ্জার রেকর্ড গড়লেন রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৯৪ ● কলকাতা ● ২৩ চৈত্র, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০৬ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলির নেতাদের নিঃশব্দে 'সাবাড় করছে' নয়াদিল্লি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলির নেতাদের নিঃশব্দে 'সাবাড় করছে' নয়াদিল্লি! ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছিল বৃহস্পতিবার। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে সরাসরি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটির ওই দাবি খারিজ করা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর শুক্রবার বলেন, ''এমন অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা এবং বিদ্বেষমূলক।''গার্ডিয়ানে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি, ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পর থেকেই ইজ়রায়েলি গুপ্তচর সংস্থা 'মোসাদ'-এর অনুকরণে বিদেশের মাটিতে আশ্রয় নেওয়া ভারতবিরোধী জঙ্গি নেতাদের হত্যা করার ছক কষা হয়েছিল। এ পর্যন্ত ২০ জনেরও বেশি জঙ্গি নয়াদিল্লির 'নিশানা' হয়েছেন বলেও ওই প্রতিবেদনে দাবি। যদিও বিদেশ মন্ত্রকের তরফে সেই অভিযোগ খারিজ করে বলা হয়েছে, "অন্য দেশের মাটিতে খুনের অভিযান চালানো ভারতের নীতি নয়।"গত পাঁচ বছরে হাফ ডজনেরও বেশি ভারতবিরোধী জঙ্গি নেতার মৃত্যু হয়েছে পাকিস্তানে। এঁদের কেউ খুন হয়েছেন। কারও বা 'রহস্যমৃত্যু'। আর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং)-এর দিকে। সাম্প্রতিক সময়ে পাক মাটিতে মৃত্যু হওয়া জঙ্গিনেতাদের তালিকায় রয়েছেন, লস্কর-ই-তইবার নেতা আক্রম খান, আক্রম

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে। রাজ্যপালের রিপোর্ট কার্ডের পাল্টা রিপোর্ট কার্ড এবার রাজ্য সরকারের। উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে তৈরি করা হল পাল্টা রিপোর্ট কার্ড। রাজ্যপালের ভূমিকা ও আইনি ক্ষমতা নিয়ে রিপোর্ট কার্ড তৈরি রাজ্যের। "আচার্য তার ক্ষমতা পালনে ব্যর্থ। অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে স্থায়ী উপাচার্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্যের আলোচনা বাধ্যতামূলক।এই বিষয়ে রাজভবনের তরফে জানান হয়েছে, ৩০ মার্চ ব্রাত্য বসুর নেতৃত্ব ও উপস্থিতিতে অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়ক সাংসদ ও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক বৈঠকের কারণে আচার্য তথা রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনকারী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যার মধ্যে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানোও যেন সামিল থাকে।

এরপর ৩ পাতায়

গোটা দেশের মধ্যে বাংলা এগিয়ে : মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের আগে চোট সারিয়ে ময়দানে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বর্তমানে টানা সভা রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায় সভা করেন মমতা। ওদিকে একই দিনে কোচবিহারে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।শুক্রবার মোদীর দুর্নীতি মন্তব্যের পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, " বাংলাকে দুর্নীতির কথা বলবেন না, শেখাতে আসবেন না। গোটা দেশের মধ্যে বাংলা এগিয়ে। এখানে কোনো দুর্নীতি হলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ৮৫ লাখ দুর্নীতির কেস, কটা ব্যবস্থা নিয়েছো তোমরা? আমি তো আমাদের কর্মী আরাবুল, শাহজাহানকে অ্যারেস্ট করিয়েছি। তোমারা কেন গুন্ডাকে হোম মিনিস্টার বানিয়েছো?"মঞ্চে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন মোদী। ওদিকে সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আলিপুর দুয়ারের সভা থেকে পাল্টা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

এদিন কোচবিহারে বিজেপির বিদায়ী সাংসদ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা এবারের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে আক্রমণ করে মমতা বলেন, "খুন করতো, বোমা মারতো, কত কেস তার বিরুদ্ধে। আমার কাছে সব লেখা আছে। এই জন্যই আমরা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এত কেস থাকলে কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারে?'

মমতা বলেন, 'আমাদের প্রার্থীগুলো সব হিরের টুকরো প্রার্থী আর এদের প্রার্থীগুলোর পিছনে কী কী স্ট্যাম্প আছে আগে সসব দেখুন। তারপর দুর্নীতির কথা বলতে আসবেন। আমাদের কাছে যিনি আপদ ওদের কাছে তারাই নাকি সম্পদ!" গতকাল কোচবিহার নিশীথ প্রামানিকের সমর্থনে সভা করেন মোদী। সেখান থেকে দুর্নীতি ইস্যুতে শাসকদলে জোর আক্রমণ শানান নমো। মমতার মুখে উঠে আসে হাথরাস, মণিপুরের প্রসঙ্গ। উল্লেখ্য, গতকাল মোদী বলেন সন্দেশখালির দোষীরা শাস্তি পাবেন। বাংলার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াও হবে। এদিন এই বিষয়ে

এরপর ৩ পাতায়

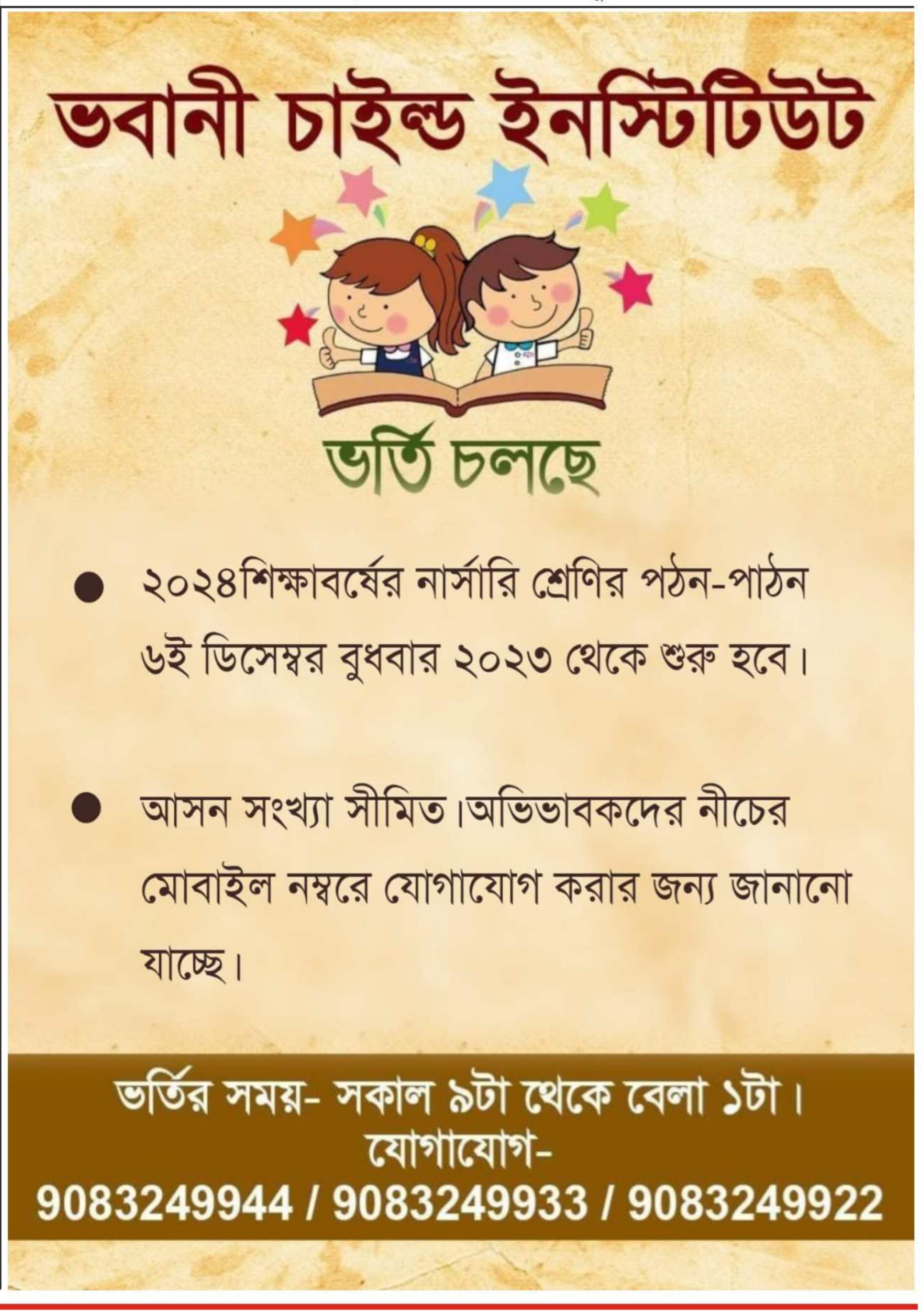

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের আরও পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিল বামফ্রন্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের আরও পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিল বামফ্রন্ট। আজ বিকেলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে দলীয় দফতরে সেই ঘোষণা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু।

প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আইএসএফের দর কষাকষিতে বামফ্রন্ট যে অসন্তুষ্ট সেটাও বোঝা গিয়েছে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে।বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু জানান, আইএসএফের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে আসন সমঝোতা নিয়ে।আবার একাধিকবার আসন সমঝোতা নিয়ে কথা বলার জন্য ডাকা হলেছে আসেনি। গতকাল তারা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রথমেই তারা অনেক আসনে প্রার্থী দেবেন বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। কথা চলার মধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করে তারা।

আইএসএফ জোট ভাঙার দায় বামেদের উপর চাপাতে চাইলেও তারা জোট রক্ষায় কতটা আন্তরিক ছিল পাল্টা সেই প্রশ্ন তুলেছে বামফ্রন্ট। বিমান বসু বলেন, বাস্তব ভিত্তি করে চলতে চাই, এটাই আমাদের সমস্যা। আলোচনায় দেরি করলে বিরক্তি লাগে। প্রার্থী ঘোষণার আগে আইএসএফের কেউ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেননি বা ফোন করেও বলেননি।

বিমান বসুর কথায়, আইএসএফের জন্ম ২০২১ সালে। আমাদের বলেছিল আটটা সিট লাগবে। ১৩টি সিটের নাম প্রকাশ করেছে। আমি একটাই প্রশ্ন করব তাদের যে ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে কি নির্বাচন লড়া সম্ভব প্রতিটি আসনে। আমাদের শ্রীরামপুর আসনের প্রার্থী প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছিল। সেটা সম্ভব নয়।আইএসএফের পর ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী দিল সিপিআইএম।

ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আইএসএফ দাঁড় করিয়েছে মজনু লস্করকে। নওশাদ সিদ্দিকী প্রথমে এই আসন থেকে লড়াই করবেন বলে বারবার জানিয়ে এলেও তা হয়নি। এই ভোলবদলের

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালির পথে পথে শান্তিপূর্ন ভোটের বার্তায় স্বপন দত্ত বাউলের সচেতন

সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভোট এলেই মানুষের মুখে একটাই কথা নিজের ভোট নিজে দিতে পারব তো? হিংসা হানাহানি বোমাবাজি খুনোখুনি মুক্ত ভোট হবে তো ? মানুষের মনে ভয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল ২০২৪ লোক সভা ভোট সচেতন করতে জেলায় জেলায় পথে ঘুরছেন। লোক সভা নির্বাচনে ভোটের দিন ঠিক হওয়ার সাথে সাথেই ঘরে বসে না থেকে বর্ধমান শহর, গুষকরা , আউশ গ্রাম , জামালপুর, করালাঘাট, তারকেশ্বর, আরামবাগ , নদিয়ার মায়াপুর ইসকন , নবদ্বীপ ধামে ও বাঁকুড়ার আকুই গ্রাম বাঁকুড়া জেলা শহর পুরুলিয়ায় ভোট সচেতন করে ৪ এপ্রিল উত্তর ২৪পরগনা জেলার ঘটোকপুকুরে ও ভাঙ্গরে ভোট সচেতন করতে দেখা গেলো বাউল গানে। ৫ এপ্রিল বৃস্পতিবার বসিরহাট লোক সভার সন্দেশ খালি ফেরি ঘাটে ও ত্রিমনি বাজারে ধামাখালির ফেরিঘাটে নৌকায় জলপথে যাত্রীদের মাঝে স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে বলছেন শান্তি পূর্ন ভোট দাও শান্তি ভঙ্গ কেউ কোরো না। সন্ত্রাস মুক্ত ভোট করতে হবে, বোমাবাজি প্রাণ হানি কেউ কোরো না। বক্তব্যে বলছেন নিজের ভোট নিজে দাও ভোট নষ্ট কোরো না । নির্ভয়ে ভোট৬ দাও, ভোট দানে কেউ পিছু হেঁটো না। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য, রাষ্ট্রপতির দেওয়া একতারা কোল ডুগী বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুরের তালে তালে নৃত্য করে গানে গানে আবার বলছেন অঙ্গীকার করতে হবে সবারে, শান্তি পূর্ন ভোট করবে সবে। অবাধ পক্ষপাতহীন ভোটে জাত পাতের ভেদাভেদে , গোষ্ঠীর প্রলোভনে কেউ পোরো না ।। সংবামাধ্যমের মুখো মুখি হয়ে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল বলেন বলেন বর্ধমান জেলা প্রশাসন নির্বাচন দপ্তর এবং রাজ্য ও কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী হয়ে আমি সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নিজের উদ্যোগেই নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে লোক সভা ভোট সচেতন করতে বাউলগানে পথে নেমেছি শান্তি পূর্ন ভোটের লক্ষ্যে। সকল মানূষকে এবং সকল রাজনৈতিক দল কে সচেতন করতে আপনারা একজোট হয়ে হিংসা হানাহানি ভুলে ভয় মুক্ত ও শান্তি পূর্ন ভোট করার অঙ্গীকার করুন। স্বপন বাউল বলেন তবে নির্বাচন কমিশন যদি কঠোর হয় , পুলিশ প্রশাসন দায়িত্ব পালন স্বঠিক ভাবে করে , জনগণ ও রাজনৈতিক দল গুলি যদি সকলে হিংসা হানাহানি ভুলে নির্বাচন কমিশনের পাশে দাঁড়ায় তবেই সন্ত্রাস মুক্ত ভোট, ভয় মুক্ত ভোট, শান্তিপূর্ন ভোট হবে। ধামাখালি সন্দেশ খালির মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে বাউলের ভোট সচেতনকে প্রশংসা করে।

বিভিন্ন পন্থায় দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করতেন শাহজাহান শেখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাছের ব্যবসা সহ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন পন্থায় দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করতেন শাহজাহান শেখ। আদালতে আগেই এই অভিযোগ তুলেছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অনুমান, শাহজাহান প্রথমে নগদ টাকা কোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে দিতেন। এরপর সেই টাকাই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করাতেন ওই ব্যক্তি বা সংস্থা দিয়ে। গতকালই শাহজাহানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ়' করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শাহজাহানের একটি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন বন্ধ করতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছিল ইডি। পাশাপাশি মৎস ব্যবসায়ী শাহজাহানের মাছ ব্যবসা সংক্রান্ত সংস্থা 'মেজার্স শেখ সাবিনা ফিশ সাপ্লাই ওনলি'-র একটি অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, শাহজাহান শেখের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিস মিলেছে। যার মাধ্যমে ১৩৭ কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য প্রাথমিকভাবে ইডির হাতে এসেছে।আর এভাবেই

এরপর ৩ পাতায়

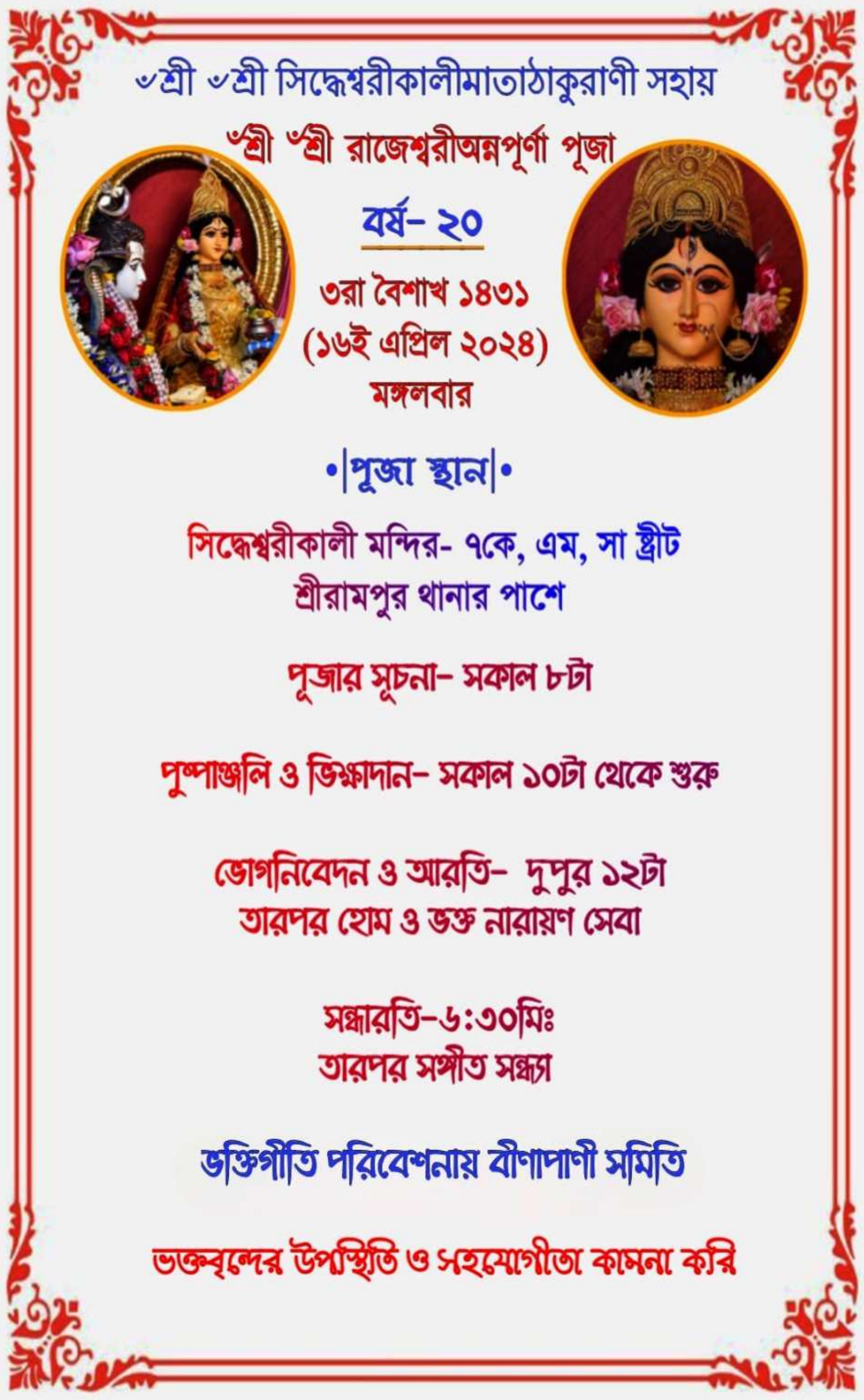

কংগ্রেসের ইস্তেহারে ৩০ লক্ষ চাকরি সহ ২৫টি গ্যারান্টি

ড: সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক।

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : সাধারণ নির্বাচনের জন্য, কংগ্রেস পার্টি আজ ন্যায় পাত্রের নামে তার নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে এবং ক্ষমতায় এলে ৩০ লাখ চাকরি প্রদান সহ ২৫টি গ্যারান্টি দিয়েছে।

এই ইস্তেহারটি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রাক্তন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী পার্টির সদর দফতরে প্রকাশ করেন।এই উপলক্ষে কংগ্রেসের সাধারণ সংগঠন সংস্থা কেসি ভেনুগোপাল, সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা, দলের ইশতেহার কমিটির প্রধান এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। পি চিদাম্বরম সহ বহু সিনিয়র নেতা উপস্থিত ছিলেন।

দলটি তাদের ইশতেহারের নাম দিয়েছে ন্যায় পত্র। এর পাশাপাশি ২৫ ধরনের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে ইশতেহারে। ১০ জন বিচারপতি অন্তর্ভুক্ত আছে. কংগ্রেস বলেছে যে এই ঘোষণাপত্রটি দরিদ্রদের জন্য উতসর্গীকৃত এবং দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ন্যায়বিচারের দলিল হিসাবে স্মরণ করা হবে।

দলটি বলেছে যে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা এটিকে কেন্দ্র করে। যাত্রা চলাকালীন, পাঁচটি স্তম্ভ - যুব ন্যায়বিচার, কৃষক বিচার, নারী বিচার, শ্রম বিচার এবং শেয়ার ন্যায়বিচার ঘোষণা করা হয়েছিল। এই পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে, ২৫টি গ্যারান্টি আবির্ভূত হয় এবং প্রতিটি গ্যারান্টিতে কেউ লাভবান হয়।

কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় সরকারে ৩০ লক্ষ চাকরি, দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা, জাত ভিত্তিক আদমশুমারি, MSP-তে আইনি মর্যাদা, গঘজউএঅ মজুরি ৪০০ টাকা, তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার বন্ধ করা এবং PMLA। আইন পরিবর্তন করা হবে।

কংগ্রেস অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচারের অধীনে জাতিশুমারি করার এবং সংরক্ষণের ৫০ শতাংশ সীমা বাতিল করার নিশ্চয়তা দিয়েছে। দলটি ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (এমএসপি), ঋণ মওকুফ কমিশন গঠন এবং কিষাণ ন্যায়ের অধীনে জিএসটি-মুক্ত চাষের আইনি মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

কংগ্রেস শ্রম ন্যায়বিচারের অধীনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অধিকার প্রদান, প্রতিদিন ন্যূনতম মজুরি ৪০০ টাকা নিশ্চিত করার এবং শহুরে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এছাড়াও নারী ন্যায়ের আওতায় মহালক্ষ্মী গ্যারান্টির আওতায় দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের প্রতি বছরে এক লক্ষ টাকা প্রদানসহ অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস বলেছে যে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির অধীনে প্রবীণ নাগরিক, বিধবা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পেনশনে কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান প্রতি মাসে ২০০-৫০০ টাকা দুঃখজনক। কংগ্রেস প্রতি মাসে এই পরিমাণ বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করবে। একই সময়ে, ২০২৫ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে মহিলাদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল।

কংগ্রেস আরও বলেছে যে এটি সমস্ত বিভাগের দরিদ্রদের জন্য কোনও বৈষম্য ছাড়াই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশগুলির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করবে। ইস্তেহারে, কংগ্রেস আরও বলেছে যে ক্ষমতায় আসার

এরপর ৩ পাতায়

বসিরহাট কেন্দ্রে সিপিএমের

টিকিটে লড়ছেন প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি কাণ্ডকে হাতিয়ার করে লোকসভা ভোটে বসিরহাট কেন্দ্রে ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। আর তা প্রতিফলিত হল সিপিএমের পঞ্চম দফার প্রার্থী তালিকায়। এবার বসিরহাট কেন্দ্রে সিপিএমের টিকিটে লড়ছেন প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার। জেলযাত্রার পুরস্কার বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।অতীত বলছে, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে বরাবরই প্রার্থী দিয়েছে সিপিআই। বসিরহাট আসনে বার বার জয়ও পেয়েছে সিপিআই। প্রাক্তন সাংসদ ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সুর, অজয় চক্রবর্তীরা সংসদ মাতিয়েছেন। বাম জমানা শেষেও বার বার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে সিপিআই। কিন্তু সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে শোরগোল পরবর্তী সময়ে লোকসভা নির্বাচনে অন্য কৌশল। এবার সিপিআইয়ের হাত থেকে বসিরহাট আসনটি নিয়ে নিল সিপিএম। ওই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম।

এরপর ৪ পাতায়

দোলনার মতো দুলে উঠেছিল তাইওয়ান

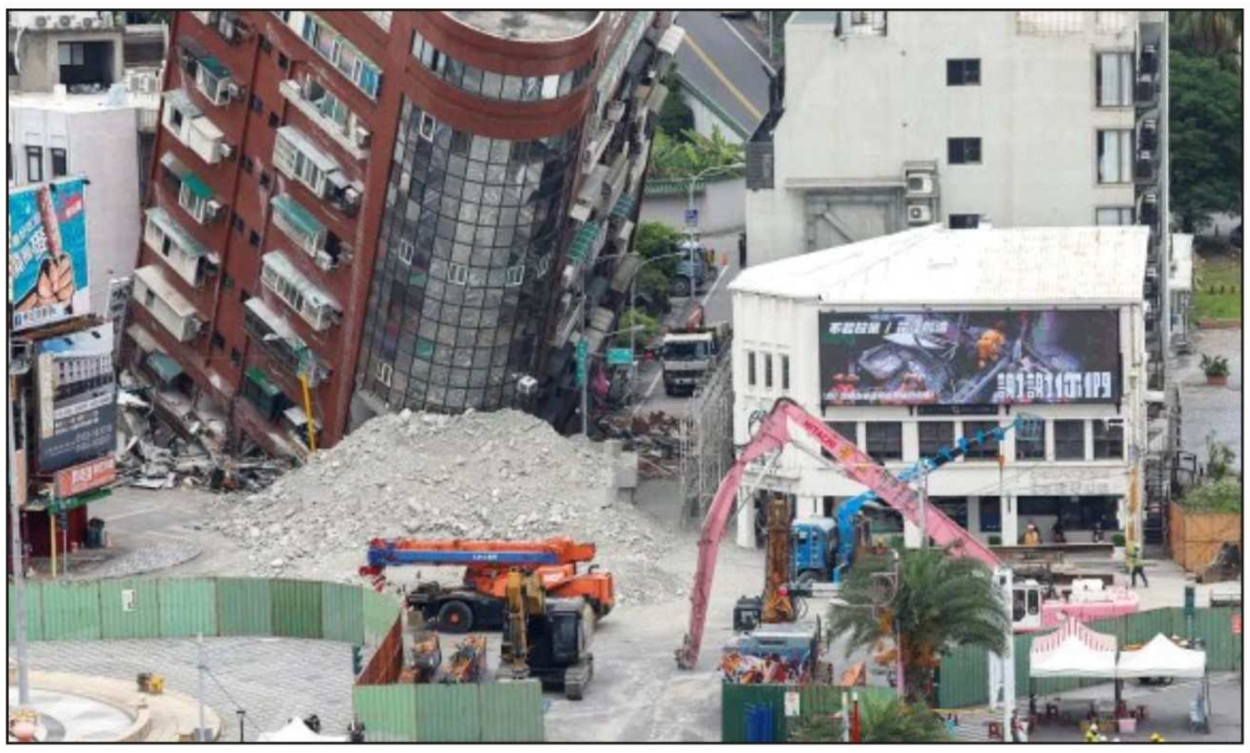

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দোলনার মতো দুলে উঠেছিল তাইওয়ান। গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল এদিনের ভূমিকম্প। এখনও পর্যন্ত অনেকেই জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ভূমিকম্পের কারণে ৭০ জন খনি শ্রমিক দুটি পাথরের খনিতে আটকা পড়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির জানালা দিয়ে লোকজনকে সরিয়েও নেওয়া হয়েছে। তাইওয়ানের বিশ্বমানের ভূমিকম্পের প্রস্তুতি আজকের লাইমলাইটে। এখানকার মজবুত ঘরবাড়ি, একটি বিস্তৃত সিসমোলজিক্যাল নেটওয়ার্ক এবং ভূমিকম্প সুরক্ষার বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা এবং শিক্ষা প্রশংসার বিষয়। মিসৌরি ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ভূমিকম্পবিদ এবং অধ্যাপক স্টিফেন গাও এপিকে বলেছেন, তাইওয়ানের ভূমিকম্পের প্রস্তুতি এই বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত। আসলে ১৯৯৯ সালের ওই ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া বুঝে প্রস্তুতি করতেই হত তাইওয়ানকে। এর জন্য সমন্বয়, প্রশিক্ষণ, এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়ার জন্য জাতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়ার ফলে ভূমিকম্প এড়াতে ব্যাপক পদ্ধতির উদ্ভাবক আজ তাইওয়ান।এই ভূমিকম্পে ১০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিনের ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল, যা ১৯৯৯ সালের ভয়াল ভয়ংকর ভূমিকম্পের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে অনুযায়ী, ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়েছে ৭.৪। এর কেন্দ্র ছিল হুয়ালিয়েনের প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে। প্রশ্ন উঠছে যে ২.৩ কোটি জনসংখ্যার এই দেশটি কেন এতবার ভয়াবহ ভূমিকম্পের মুখে পড়ছে? কীভাবেই বা নিজেদের রক্ষা করছে দ্বীপরাষ্ট্রটি?

কেন তাইওয়ান এত ভূমিকম্পের শিকার

তাইওয়ান প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'রিং অফ ফায়ার'-এ অবস্থিত, পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটের কারণে ভূমিকম্পের ক্রিয়াকলাপের জন্য এটি একটি হটস্পট। তাইওয়ানের কাছে অবস্থিত ফিলিপাইন সাগর প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষের ফলে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। এছাড়াও এর পার্বত্য জমি এই ভূমিকম্পের প্রভাবকে আরও প্রসারিত করে তোলে, যার দরুণ এখানকার ভূমিকম্প বাসিন্দাদের জীবনকে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

তাইওয়ান এবং এর আশেপাশের জলরাশি ১৯৮০ সাল থেকে ৪.০ বা তার বেশি মাত্রার প্রায় ২,০০০টি ভূমিকম্প নিবন্ধিত করেছে। ইউএসজিএস অনুসারে এর মধ্য ৫.৫ এর বেশি মাত্রার ১০০ টিরও বেশি ভূমিকম্প হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দ্বীপের সবচেয়ে খারাপ ভূমিকম্পটি ছিল ১৯৯৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, যার মাত্রা ছিল ৭.৭। এই ঘটনায় ২,৪০০ জন মারা গিয়েছিলেন, প্রায় ১০০,০০০ জন গুরুতর আহত হয়েছিলেন। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল হাজার হাজার বাড়ি-ঘর।

গতবুধবারও একই কাণ্ড ঘটেছিল। এই অঞ্চলের পাহাড়ি ভূমি কেঁপে উঠেছিল ব্যপক মাত্রায়। যার ফলে ভূমিধসও শুরু হয়েছিল। তাইওয়ানের পূর্ব উপকূলে পূর্ব হুয়ালিয়েন কাউন্টির কাছে যেখানে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল, সেখানেই বেশ কয়েকটি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। যার দরুণ এখন টানেল এবং হাইওয়েগুলিও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেকেই এখানে ভূমিধসের সময় যানবাহন চাপা পড়ে মারাও গিয়েছেন।

২ পাতার পর

বিভিন্ন পন্থায় দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করতেন শাহজাহান শেখ

দুর্নীতি, কুকীর্তির কালো টাকা সাদা করতেন এই দাপুটের নেতা। এসবের মাঝেই এ বার ইডির স্ক্যানারে শাহজাহানের হিসাবের খাতা।

ইডি সূত্রে খবর, শাহজাহান সহ তার কর্মচারী ও ঘনিষ্ঠদের জেরা করে তাদের নজরে এসেছে নেতার হিসাবের খাতা। সেই খাতার সূত্র ধরেই এবার তদন্তের গভীরে পৌঁছতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি ভাবে কোনও নথিতে শাহজাহানের 'কালো' টাকার হিসাব ছিল না। তাহলে কোথায় সেই হিসেব রাখতেন সন্দেশখালি কাণ্ডের মূল হোতা?

কালো টাকার হিসেব সরকারি নথিতে রাখতেন না শাহজাহান, তা হলে মেয়ের নামের সংস্থার এই এত টাকার লেনদেনের হিসাব কোথায় রাখতেন শাহজাহান? কাকে কত টাকা দিচ্ছেন, কার থেকে কত পাচ্ছেন, বাকি কত রইল এসবের হিসেবের বিষয়ে ইতিমধ্যেই জেরা করে তদন্তকারীদের হাতে কিছু তথ্য এসেছে। জানা গিয়েছে একাধিক সাদা খাতায় 'কালো' টাকার হিসাব লিখে রাখতেন শাহজাহান বা কখনো তার কর্মচারীরা। জিজ্ঞাসাবাদে ইডি জানতে পেরেছে সেই হিসাবের খাতা শাহজাহানের দফতরেই রয়েছে। এবার সেইসব খাতা নিজেদের কাছে নেবেন তদন্তকারীরা।

১-ম পাতার পর

ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলির নেতাদের নিঃশব্দে 'সাবাড় করছে' নয়াদিলি

গাজি, আনদান আহমেদ, মৌলানা জিয়াউর রহমান এবং মুফতি কায়সর ফারুক। ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী লস্কর নেতা আজম চিমা, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোটের লস্কর কমান্ডার রিয়াজ আহমেদ ওরফে আবু কাসিম, পঠানকোট হামলার মূল চক্রী, জইশ-ই-মহম্মদ নেতা শাহিদ লতিফ, ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিল (ইউজেসি) এবং তেহরিক-উল-মুজাহিদিন (টিইউএম) জঙ্গিগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক শেখ জামিল-উর-রহমান, হিজবুল মুজাহিদিনের কম্যান্ডার বশির পীর, খলিস্তান লিবারেশন ফোর্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লখবীর সিংহ রোড়ে, খলিস্তান কমান্ডো ফোর্সের প্রধান পরমজিত সিংহ পঞ্জওয়ারও রয়েছেন এই তালিকায়।

১-ম পাতার পর

গোটা দেশের মধ্যে বাংলা এগিয়ে : মমতা

পাল্টা মমতা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীবাবু মিটিং থেকে বলেছেন, সন্দেশখালি আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই হবে। আরে কিসের লড়াই? সন্দেশখালি সিঙ্গুরও নয়, নন্দীগ্রামও নয়। কিছু স্থানীয় সমস্যা থেকে হয়েছিল। আমাদের পুলিশই ওদের গ্রেফতার করেছে। আর সন্দেশখালিতে তো কেউ মারা যায়নি। হাথরাসে, মণিপুরে কী ঘটেছিল? তারা কেন বিচার পেলেন না?" প্রশ্ন তোলেন মমতা।

১-ম পাতার পর

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে

রাজ্যপাল বলেছেন, 'আপনি যতই উঁচুতে থাকুন না কেন, আইন আপনারও উপরে।' এবার তাই রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও পাল্টা রিপোর্ট কার্ড তৈরি রাজ্যের। রাজ্যপাল তা মানছেন না।"

রাজ্যের তরফে তৈরি রিপোর্ট কার্ড একথাই উল্লেখ করেছেন। "আচার্যর ভূমিকা রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে শুধু নয়, অনেক ছাত্র ছাত্রীদের পিছনে ফেলে দিচ্ছে।" রাজ্যপালের রিপোর্ট কার্ডের কড়া নিন্দা রাজ্যের রিপোর্ট কার্ডে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানোর সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। দিন কয়েক আগে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার একটি কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাত্য বসুর সেই পদক্ষেপ নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের সামিল বলে অভিযোগ ওঠে।

এই আবহে এবার ব্রাত্যতে মন্ত্রিসভা থেকে সরানোর সুপারিশ করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পালটা গোটা বিষয়টিকে 'হাস্যকর' বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

২ পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের আরও পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিল বামফ্রন্ট

কারণ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে নওশাদ বলছেন, তিনি দলের ঊর্ধ্বে নন।

আইএসএফের প্রার্থী দেওয়ার পর আজ সিপিআইএম প্রতীকুর রহমানকে ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী করল। সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়ক এবং সাম্প্রতিক সন্দেশখালি আন্দোলনের মুখ হিসেবে উঠে আসা নিরাপদ সর্দারকে প্রার্থী করা হয়েছে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে।

ব্যারাকপুর আসন থেকে সিপিআইএমের হয়ে লড়বেন দেবদূত ঘোষ। ঘাটাল আসনে সিপিআইয়ের তপন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বারাসত কেন্দ্র থেকে লড়াই করবেন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী প্রবীর ঘোষ। এদিন বামফ্রন্টের তরফে জানানো হয়েছে, ৩০টি আসনে লড়বেন বামফ্রন্টের প্রার্থীরা। জয়নগর ও মথুরাপুর আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে। ১২টি আসনে বামেদের সমর্থনে লড়াই করবে কংগ্রেস। পুরুলিয়ায় একাই লড়বে ফরওয়ার্ড ব্লক।

প্রথম দফা নির্বাচনে শুধুমাত্র স্পর্শকাতর বুথেই থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যে সব শ্লোগান তুলেছে তার মধ্যে অন্যতম হল - 'জনগণের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন'। সেই বিরোধীদের এবার বড় ধাক্কা দিতে চলেছে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কেননা সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অপ্রতুলতার দরুণ কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলায় প্রথম দফা নির্বাচনে শুধুমাত্র স্পর্শকাতর বুথেই থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৯ এপ্রিল রাজ্যের যে ৩টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে সেই প্রথম দফার আগে বাংলায় আরও বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো কার্যত সম্ভব হচ্ছেই না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে। আর তাই কমিশনও প্রথম দফার সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র স্পর্শকাতর বুথেই থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাকি বুথগুলির ভোট পাহারার জন্য রাজ্য পুলিসের ওপরই ভরসা করতে হবে কমিশনকে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ১৭৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে আর অতিরিক্ত বাহিনী না মিললে প্রথম দফায় শুধুমাত্র স্পর্শকাতর বুথগুলিতে আধাসেনা মোতায়েন রেখে ভোট হবে। কেননা, প্রথম দফায় সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে প্রায় ৩৫০ কোম্পানি বাহিনীর প্রয়োজন। এত সংখ্যক বাহিনী মেলা এখন অসম্ভব। কারণ প্রথম দফায় দেশের একাধিক রাজ্যে একাধিক কেন্দ্রে নির্বাচন রয়েছে। ফলে যে সংখ্যক বাহিনী থাকবে তা দিয়েই প্রথম দফায় কাজ চালাতে হবে কমিশনকে।যদিও বিরোধীদের দাবি ছিল, সব বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে ভোটগ্রহণ করাতে হবে। কিন্তু সেই দাবি যে পূরণ হচ্ছে না সেটা এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সব থেকে বড় কথা, যে পুলিশকে বিরোধীদের সব থেকে বড় আপত্তি সেই পুলিশের ওপরেই এবার নির্ভর করতে হচ্ছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। আগামী শনিবার তাই প্রথম দফার ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা স্থির করতে বৈঠকে বসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কো-অর্ডিনেটর আর কে শর্মা।

২ পাতার পর

কংগ্রেসের ইস্তেহারে ৩০ লক্ষ চাকরি সহ ২৫টি গ্যারান্টি

পরে, তারা নতুন শিক্ষা নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করবে এবং এতে সংশোধন করবে। তিনি বলেন, গত ১০ বছরে যেসব দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত হবে।

কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে উচচ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শ করে একটি জাতীয় বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করবে। ব্যক্তিগত আইনে সংস্কারকে উৎসাহিত করবে। কংগ্রেস পার্টির ইশতেহারে দাবি করা হয়েছে যে পার্টি নিশ্চিত করবে যে প্রত্যেক নাগরিকের মতো, সংখ্যালঘুদের পোশাক, খাবার, ভাষা এবং ব্যক্তিগত আইন পছন্দের স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমরা ব্যক্তিগত আইনের সংস্কারকে উৎসাহিত করব। কংগ্রেস বলে যে এই ধরনের সংস্কার সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং সম্মতিতে করা উচিত। জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৯৪ সংখ্যা ০৬ এপ্রিল, ২০২৪ শনিবার ২৩ চৈত্র, ১৪৩০

মনি পর্বতে রামকোটের মন্দির

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

করে গম্বুজ। ভেতরে প্রবেশ করতে দুটি ফটক পার হতে হয়। গাইড আমাদেরকে নিয়ে এলো ওখানে। দেখলাম, দুই ফটকের মাথার উপর লেখা আছে রাম জন্মভূমি। রামকোর্টের কাছে কনক ভবন। বিশাল রাজভবন এটি। মোগল স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে এখানে। দ্বিতল সাদা রংয়ের এ বাড়ির দেয়ালে লেখা দেখলাম শ্রী কনক ভবন অযোধ্যাজী। অন্যদিকে সুচিত্রা ভবন দেখতে গিয়ে বেশ ভালই লাগলো। বাবরি মসজিদের ডানদিকেই এই সুমিত্রা ভবন। স্টেশন থেকে মাত্র ২ কি.মি. দূরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। ওখানে দেখলাম, একটি প্রাচীন মন্দির। কথিত আছে, মহারাজ কুশ এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। মন্দিরের ভেতরে আমি ঢুকতে চাইলে একজন সন্ন্যাসী বাধা দিলেন। বললেন, ওখানে কয়েকশ' বিষধর সাপ বাস করে। ওদের কাজ সাধারণ মানুষ দেখা মাত্রই তাদেরকে দংশন করা। যতোই হরিবোল বলে জপ করিস না কেন, কাজ হবে না। ওখানে ঢুকলে সাপের দংশনেই তোমার মরতে হবে।এই কথাগুলো শুনে আমার মনের ভিতরে ভয়ে কেঁপে উঠলো আমি আর ভিতরে প্রবেশ করলাম না। এখান থেকে বেরিয়ে এবার মিনিবাসে করে পৌছালাম মনি পর্বত। এই পর্বত নিয়ে নানা বিশ্বাস। লক্ষ্মণ আহত হলে হনুমান হিমালয়ে গিয়ে সঞ্জীবনী ওষুধ খুঁজে না পেয়ে পাহাড়টিকে মাথায় করে নিয়ে আসেন। অযোধ্যার উপর দিয়ে যাবার সময় তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন এই পাহাড়ে। এখানে পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছিল রামকোর্টের মন্দির।রামেরা চার ভাই সকাল বেলা প্রতিদিন দাঁতন করতে যেতেন একটি পুকুরে, সেই স্থানটি এখন দাঁতন ক্ষেত্র নামে পরিচিত। ওখানে দেখলাম, পুকুরের চারপাশে চারটি থামের ওপর চার ভাইয়ের নাম লেখা। আছে সীতার রান্নাঘর।আমরা এসব দেখে দেখে তো রীতিমতো থ খেয়ে গেলাম। তুলসী স্মারক ভবনটি দেখে জানলাম, তুলসী দাস অযোধ্যার এই ভবনে বসেই রচনা করেছিলেন তার অমর সৃষ্টি।তুলসী স্মারক ভবনকে তুলসী চৌরাও বলা হয়। রামচরিত মানসের সৃষ্টিকারী তুলসী দাস স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে বানারস চলে আসেন। সেখান থেকে এলেন এই অযোধ্যায়। তুলসী স্মারক ভবনে এখন বসেছে মন্দির। আমি এখানকার গাইডকে একটি টিলা ঘুরে আসার কথা বলতেই গাইড বাধা দিলেন। জানালেন, টিলার পরেই একটি বট গাছ আছে তার পাশেই শ্মশান ঘাট। দিনে দুপুরেও ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। ওখানে নাকি আগুন জ্বলে আর নেভে। ওখানে নাকি ভূত-পেত্নি থাকে। তাই আমাদের আর যাওয়া হলো না দূরের বটগাছ আর টিলার কাছে।নতুন স্থান পরিবেশ পরিচিতি আমার সব অচেনা, সব কথার ভিতরে আমাকে যেন কিরকম স্তব্ধতার মতন থেমে যেতে হচ্ছিল।এদিকে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল নেমে এসেছে। গাড়ি থেকে রামলীলা ময়দানটি খুবই সুন্দর সাজানো গোছানো মনে হলো। এর পাশেই সরযু নদী। তুলসী উদ্যান, নয়াঘাট, গুরুদ্বার, ব্রহ্মকুণ্ড, অমাব্য, মন্দিরও দেখানো হলো আমাদেরকে। এখানকার সরযু নদী গঙ্গার মতোই পবিত্র। ঘাট বাঁধানো।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

বসিরহাট কেন্দ্রে সিপিএমের টিকিটে লড়ছেন প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার

যিনি ওই এলাকার প্রাক্তন সাংসদ ছিলেন। দুঁদে রাজনীতিক। বিজেপির হয়ে ভোটে লড়ছেন রেখা পাত্র। তিনি স্থানীয় গৃহবধূ। সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদী মুখ। আইএসএফও প্রার্থী দিয়েছে। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের প্রার্থী আক্তার আলি বিশ্বাস। যিনি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তিন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে 'নিরাপদে' বসিরহাট কেন্দ্রকে সিপিএম নিজেদের দখলে আনতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার। গত ৫ জানুয়ারি, শেখ শাহজাহানের খোঁজে সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ায় যান ইডি আধিকারিকরা। সন্দেশখালির 'ত্রাস' শাহজাহানের খোঁজ পাননি তদন্তকারীরা। পরিবর্তে আক্রান্ত হন তাঁরা। ঝরে রক্ত। এই ঘটনার পরই ধীরে ধীরে শাহজাহানের 'কুকীর্তি'র পর্দাফাঁস হয়। তাঁকে গ্রেপ্তারির দাবিতে দফায় দফায় জ্বলে ওঠে সন্দেশখালির একের পর এক গ্রাম। জ্বলন্ত সন্দেশখালিতে প্রতিবাদের মুখ ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার। বার বার শাহজাহানকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন। গ্রেপ্তারও হন তিনি। যদিও পরে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে জামিনে মুক্তি পান নিরাপদ। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সন্দেশখালি ইস্যুকে হাতিয়ার করে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের আসনটি পুনরুদ্ধারে মরিয়া সিপিএম। সে কারণে সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদী মুখ নিরাপদ সর্দারকে প্রার্থী হিসাবে বাছল সিপিএম।

সম্পাদকীয়

ভোটের লড়াইয়ে কে কাকে টক্কর দিল এখন সেটাই দেখার

বিচারপতির পদ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনে তমলুকে প্রার্থীও হয়েছেন। ব্রিগেডের জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে পরোক্ষে মন্তব্য করেছিলেন। তৃণমূল আগেই দাবি করেছিল যে, বিচারপতি পদে থেকে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। পরে দলে যোগদানে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে, তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই চাকরি মামলায় রায়গুলি দিয়েছেন। বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিতকে নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও তিনি রাজনীতিতে আসার পর তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন তাঁকে ভোটে হারানোর প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ।কেউটে সাপের সঙ্গে তুলনা টেনেছিলেন তাঁর। শুক্রবার কোচবিহারের জনসভা থেকে আবার তাঁকে নিশানা করলেন মমতা। বললেন, তাঁর চাকরি এবার জনগণ খাবে!

নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের একের পর এক রায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ তাঁকে ভগবান মানতেও শুরু করেছিল। সেই বিচারপতি পদ ছেড়ে এখন বিজেপি নেতা, ভোটের প্রার্থী। বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর নির্দেশে অনেকের চাকরি গেছিল। সেই নিয়ে তৃণমূল আক্রমণ করতে ছাড়েনি। ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিঁধেছিলেন তাঁকে। শুক্রবারও একই কাজ করলেন। মমতা এদিন কোচবিহারের সভা থেকে বলেন, "একজন বিচারপতি চেয়ারে বসে কী করলেন দেখলেন? এখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে গালাগালি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ওর বিরুদ্ধে এক জন ছাত্রনেতাকে দাঁড় করিয়েছি।" এরপরই মমতার নাম না করে অভিজিতকে বার্তা, "আপনি অনেকের চাকরি খেয়েছেন, এবার আপনার চাকরি খাবে জনগণ।" তমলুকে অভিজিতের বিরুদ্ধে দেবাংশু ভট্টাচার্যকেই প্রার্থী করছে তৃণমূল । মমতা এদিন দাবি করে বলেন, "দেবাংশু ছুটিয়ে বেড়াবে তাঁকে।"

বিচারপতি পদ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিসভার বৈঠকে অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে 'সুবিধাবাদী' বলেছিলেন। তারপর নারী দিবসেই সভা থেকেই কার্যত ওপেন চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, তিনি যেখানেই দাঁড়ান, ছাত্র-নেতাদের দিয়েই তাঁকে হারাবেন। সেই প্রেক্ষিতে তমলুকে অভিজিতের বিরুদ্ধে তৃণমূলের এক তরুণ তুর্কিই প্রার্থী হয়েছে। ভোটের লড়াইয়ে কে কাকে টক্কর দিল এখন সেটাই দেখার।

ভোটদাতাদের সচেতন করতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মেট্রো রেল, শিয়ালদা ও কলকাতা রেলওয়ে স্টেশন এবং উত্তর কলকাতার সার্কুলার রেল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচন কমিশন নির্বাচন উৎসবকে বর্ণনা করছে চুনাও কা পর্ব, দেশ কা গর্ব হিসেবে। সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিশিপেশন (এসভিইইপি)-ও ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে খ্যাতনামা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবহার করছে। এর জন্য একটি ছোট চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এর নাম 'মাই ভোট, মাই ডিউটি'। এই ছোট চলচ্চিত্রে নির্বাচন কমিশনের মডেল নামী ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকারের সঙ্গে অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন, আর মাধবন, বোমান ইরানী, আরশাদ ওয়ারশী, সানিয়া মালহোত্রা, ভিকি কৌশাল, মোনা সিং, ভূমি পেডনেকর এবং রবিনা ট্যান্ডন প্রথমবারের ভোটদাতাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উৎসাহিত করছেন। এই ছোট চলচ্চিত্রের সঙ্গেই উত্তর কলকাতা জেলা নির্বাচন কার্যালয় ভোটদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আর কে লক্ষ্মণের 'কমন ম্যান'-এর মতো বিখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'টেনিদা' (ভজহরি মুখার্জী)-কে ব্যবহার করছে। ভোটারদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে টেনিদাকে করা হয়েছে ম্যাসকট। রেল কর্তৃপক্ষও ভোটদাতা সচেতনতা অভিযানে ব্যবহার করছে এই চরিত্রটিকে।

উল্লেখ্য, বাস্তবের 'টেনিদা' থাকতেন কলকাতা উত্তর সংসদীয় ক্ষেত্রের অন্তর্গত ২০ নম্বর পটলডাঙা স্ট্রিটে। জেলা উত্তর কলকাতার ম্যাসকট 'টেনিদা'-কে বলতে শোনা যাচ্ছে- বুলেটের থেকে শক্তিশালী ব্যালট/ প্রতিটি ভোট মূল্যবান/ভোটদানের মতো আর কিছু নেই/আমি নিশ্চিত ভোট দেব প্রভৃতি। ১ জুন ভোটদাতাদের ভোটদান নিশ্চিত করতে টেনিদার এই ভিডিও ফুটেজ এখন দেখানো হচ্ছে মেট্রো রেলের ব্লু এবং গ্রিন লাইনের প্রতিটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি উত্তর কলকাতার সার্কুলার রেল সহ পূর্ব রেলের শিয়ালদা এবং কলকাতা রেল স্টেশনে।

এনআরসি এবং সিএএ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিজেপিকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে গতকাল প্রধানমন্ত্রী মিট করেছেন এবং বড় বড় কথা বলে গিয়েছেন। নাম না করে কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে গুন্ডা এবং চোর বললেন মমতা। তিনি বলছেন যে এই কারণেই নিশীথকে দল থেকে বের করে দিয়েছিলেন তিনি আর সেই নিশীথকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি।বিরোধীদের একযোগে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'একটা মুসলিম পার্টি আছে। তারা বিজেপির শাগরেদ। মনে রাখবেন দিল্লিতে আমরা বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'য় আছি। কিন্তু বাংলায় একটা ভোটও অন্য পার্টিকে দেবেন না। ভোট ভাগ করবেন না'।

মুখ্যমন্ত্রী সভা থেকেই অনুরোধ করেন, 'দাঙ্গা করতে দেবেন না। আপনাদের কাছে অনুরোধ'। তিনি আরও বলেন, 'ভোটের আগে দাঙ্গা করতে চায়। দাঙ্গা করলে কঠোর ব্যাবস্থা নেবো। সবচেয়ে বড় জুমলা পার্টি'।

প্রার্থী প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, 'আমাদের ক্যান্ডিডেটগুলি হিরের টুকরো। আর ওদেরগুলো দেখুন। সব ভিতুর ডিম। বাংলায় লড়াই করে' জলপাইগুড়ির ঝড় নিয়ে কথা বলেননি মোদী। সেই প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন মমতা। তিনি বললেন, 'এই তো মোদী এসেছিলেন! কিন্তু একটি কথাও বলেননি জলপাইগুড়ির ঝড় নিয়ে। কী করে বলবেন। সময় ছিল না। এখানকার মানুষকে তিনি ভুলে গিয়েছেন'।

তিনি আরও বলেন, 'ঝড়ের টাকা দিতে পারছি না কমিশন অনুমতি দিচ্ছে না বলে। টাকা রেডি আছে। কমিশন বললেই দিয়ে দেব। কিন্তু বিজেপি তা করতে দেবে না'।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সব স্কিম চলবে। কিছু বন্ধ করব না। বিজেপি-র কলসেন্টার থেকে বলছে আপনি আবাসের বাড়ি চান তাহলে আবার দরখাস্ত করুন। কেউ করবেন না। তাহলে আগের নাম কেটে দেবে'। জলপাইগুড়ি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি এ এই এলাকার সব উন্নয়ন তিনি করেছেন। রেল স্টেশন থেকে শুরু করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব তিনি করেছেন বলে জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে রাজবংশদের উন্নয়নও তিনি করেছেন।

সন্দেশখালি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে সেখানে কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, আমরা অন্যায় করতে দি না'। তাঁর দাবি সন্দেশকালিতে কারোর মৃত্যু হয়নি। এরপরেই তিনি প্রশ্ন তোলেন যে হাথরসে কতবার গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী?

এনআরসি এবং সিএএ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মোদীবাবুকে বলুন আপনাকে দশ বছর ধরে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী করেছে কারা? আমরা যদি নাগরিকই না হই তা হলে আমাদের ভোটটা নিলেন কী করে?'সিএএ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি নেতারা আগে ফর্ম ফিল করুন। ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে। আমি থাকতে, আমাদের সরকার থাকতে সিএএ, এনআরসি করতে দেব না। আপনারা সবাই নাগরিক। আপনাদের ভোটেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে আছে ১০ বছর। এখন আপনাদের কেন সিএএ করতে বলছে?'

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

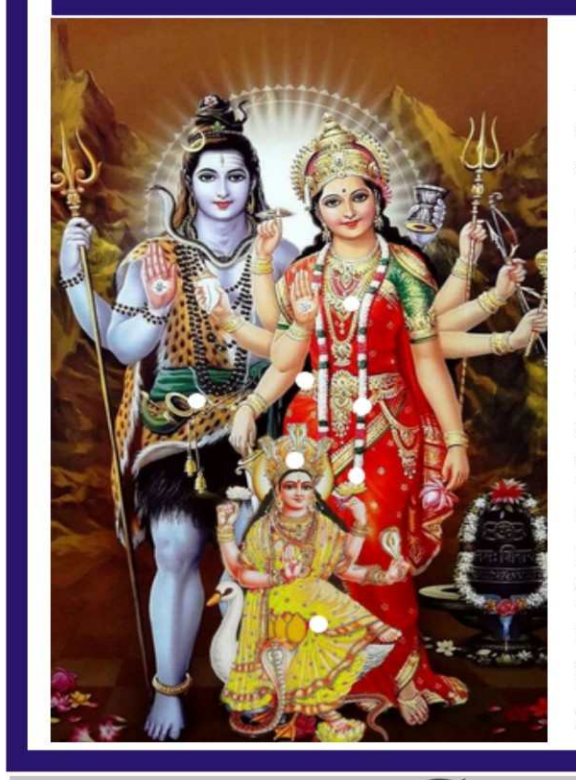

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র যা হয়-সমাজের ক্ষমতাবান গোষ্ঠী তাদের আধিপত্য দেখিয়ে পরাজিত, দুর্বল গোষ্ঠীর কথা শুনতেই চায় না, বাধ্য করে পরাজিত গোষ্ঠীর ওপর নিজের বিশ্বাস, নিজের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার।তবে মহাদেও বা শিব ঠাকুর কিন্তু এঁদের প্রিয় দেবতা। আদতে শিব ঠাকুর তো এঁদেরই পূজ্য দেব ছিলেন। অনেক পরে চালাক চতুর আর্যরা শিবকে বৈদিক দেবতায় উন্নীত করে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেলো 'ক্রু'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের তিন প্রজন্মের তিন নায়িকা নিয়ে নির্মিত 'ক্রু' সিনেমাটি নিয়ে আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। দর্শকরাও বেশ কৌতুহলের সাথে অপেক্ষা করছেন ছবিটির জন্য। এবার অপেক্ষার পালা শেষ। গত ২৯ মার্চ ভারতে মুক্তি পাওয়ার পর বেশ সাড়া পড়েছে সিনেমা হলগুলোতে। বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য সুখবর হলো ১ এপ্রিল স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছে 'ক্রু'। সাফটা চুক্তির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো হিন্দি সিনেমা আমদানি করছে স্টার সিনেপ্লেক্স।

প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠ বিপণন কর্মকর্তা মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ক্রু' সিনেমাটি সাফটা চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে মুক্তি পাচ্ছে। প্রথমবারের মতো আমরা হিন্দি সিনেমা আমদানি করে মুক্তি দিতে যাচ্ছি। এর মধ্য দিয়ে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশেও বলিউডের সিনেমা একই দিনে মুক্তি দেয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। দর্শকদের জন্য এটা নিশ্চয়ই একটা আনন্দের সংবাদ। আশা করি দর্শকরা বিষয়টা উপভোগ করবেন। 'ক্রু' নিয়ে দর্শকদের বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরইমধ্যে অনেক দর্শক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। নিয়মানুযায়ী ঈদের উৎসবে হিন্দি সিনেমা চালানো যাবে না তাই ঈদের সময় 'ক্রু'-এর শো বন্ধ থাকবে। আকাশপথে বিমানে এয়ারহোস্টেস বা বিমানবালাদের কঠিন জীবনের কথা উঠে এসেছে এ সিনেমার গল্পে। বিমানবালা নাকি সোনা পাচারকারী, এমনই রহস্যময় গল্পে বলিউডের তিন প্রজন্মের তিন নায়িকা নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমা 'ক্রু'। রাজেশ কৃষ্ণণ পরিচালিত এ সিনেমায় সুন্দরী বিমানবালারূপে দেখা যাবে টাবু, কারিনা কাপুর ও কৃতি স্যাননকে। একতা কাপুর ও অনিল কাপুরের মেয়ে রিয়া কাপুর প্রযোজিত এ সিনেমায় বর্তমান সময়ের এয়ারলাইন্স ইন্ডাস্ট্রির দুরবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে।

কমেডি ঘরানার সিনেমাটিতে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে কাজ করেছেন টাবু ও কারিনা। গত ২ ফেব্রুয়ারি এই ছবির টিজার প্রকাশ্যে আনা হয়। এদিন করিনা কাপুর নিজেই ছবির টিজার শেয়ার করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। নিজের ইনস্টাগ্রামে টিজার পোস্ট করে কারিনা লেখেন, 'তৈরি হয়ে যান, পপকর্ন রেডি রাখুন। আর পরিবেশনার জন্য প্রস্তুত হন। ক্রু এই মার্চে মুক্তি পাচেছ প্রেক্ষাগৃহে।'

ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, সম্প্রতি আসন্ন সিনেমা প্রসঙ্গে আলোচনায় 'ক্রু' কে পুরোদস্তুর 'বাণিজ্যিক মসলাদার সিনেমা' বলে উল্লেখ করেছেন কারিনা। নায়িকা জানান, 'এটি আসলেই কমেডি ও বাণিজ্যিক মসলাদার সিনেমা, যেখানে প্রধান তিন চরিত্রই নারী।'

ছবিটিকে চ্যালেঞ্জিং দাবি করে তিনি বলেন, 'একজন অভিনেত্রী হিসাবে, আমি এমন কিছু করতে পছন্দ করি যা মাত্রাতিরিক্ত চ্যালেঞ্জিং, আমাকে আমার স্বস্তির জায়গা থেকে সরে যেতে বাধ্য করবে। ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে গতিশীলতা পরিবর্তন করা দরকার; বলতে গেলে নতুন কিছু করার সময় এসেছে।

আমার সাম্প্রতিক ওটিটি ডেব্যু 'জানে জান' বা 'দ্য বাকিংহাম মার্ডারস'ই হোক না কেন, বিষয়বস্তুর দিকে বিশেষ নজর দিতে শুরু করেছি আমি।' ছবিতে টাবু, কারিনা এবং কৃতি কেবিন ক্রুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই কঠোর পরিশ্রমী নারীরা পেশাগত জায়গায় তাদের সেরাটাই দিতে চান। তবে তাদের জীবন একটি চমকপ্রদ মোড় নেয় যখন তারা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে পড়েন, যা তাদের মিথ্যার জালে জড়িয়ে ফেলে। এভাবেই এগিয়ে যায় গল্প।

গুরুতর আহত অভিনেত্রী কোয়েল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুরুতর আহত হয়েছেন ভারতীয় বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। 'মিতিন মাসি' সিরিজের শুটিং করতে গিয়ে আহত হন এই অভিনেত্রী। ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গতকাল নেপালগঞ্জে 'মিতিন মাসি' সিরিজের নতুন সিনেমার শুটিং চলাকালে গুরুতর আহত হন কোয়েল মল্লিক।

হাতে বড় ধরনের আঘাত পেয়েছেন। এ দুর্ঘটনার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তার হাতে প্লাস্টার করে দেন। ২০১৯ সালে মুক্তি পায় 'মিতিন মাসি'। গত বছর মুক্তি পায় এ সিরিজের দ্বিতীয় পার্ট 'জঙ্গলে মিতিন মাসি'। এবার নির্মিত হচ্ছে 'একটি খুনির সন্ধানে'।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা 'মিতিন মাসি' সিরিজের 'মেঘের পরে মেঘ' গল্প অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে নতুন এই সিরিজ। মিতিন মাসি চরিত্রে অভিনয় করছেন কোয়েল মল্লিক।

অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন মধুরিমা বসাক, কনীনিকা ব্যানার্জি, শুভ্রজিৎ দত্ত, গৌরব চক্রবর্তী, সাহেব চ্যাটার্জি, অনসূয়া মজুমদার প্রমুখ। এটি পরিচালনা করছেন অরিন্দম শীল। প্রযোজনা করছে সুরিন্দর ফিল্মস। কলকাতাসহ নেপালগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় দৃশ্যধারণের কাজ হবে।

আলোকচিত্রীদের দেখে মেজাজ হারালেন সারা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিভিন্ন সময়ে মন্দিরে দেখা গেছে সারা আলি খানকে। পাশাপাশি দেখা গেছে আজমির শরিফেও। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক শনি মন্দিরের বাইরে দেখা গেছে সারাকে। এমনিতে আলোকচিত্রীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে সারার। তবে এ দিন আলোকচিত্রীদের দেখামাত্রই বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি। সেই সঙ্গে, ক্যামেরা বন্ধ করার অনুরোধও জানান। কিন্তু, হঠাৎ এমন বিরক্তির কারণ কী?

মুম্বাইয়ের ওই মন্দিরের বাইরে দুঃস্থদের খাবার বিতরণ করছিলেন অভিনেত্রী। সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতেই রেগে যান সারা। আলোকচিত্রীদের উদ্দেশে সারা বলেন, 'প্লিজ বন্ধ করুন। আমি আপনাদের অনুরোধ করে করে হাঁপিয়ে গিয়েছি। আপনারা দয়া করে এটা করবেন না। প্লিজ!'

তবে সারার অনুরোধের তোয়াক্কা করেননি ফটোশিকারিরা। শুধু সারা নন, বলিউডে বার বার তারকাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঢুকে গেছেন ফটোশিকারিরা। সর্বক্ষণ ক্যামেরার নজরদারির সামনে থাকতে থাকতে খানিক হাঁপিয়ে ওঠেন তারাও। সম্ভবত সে কারণেই মেজাজ হারান সারা।

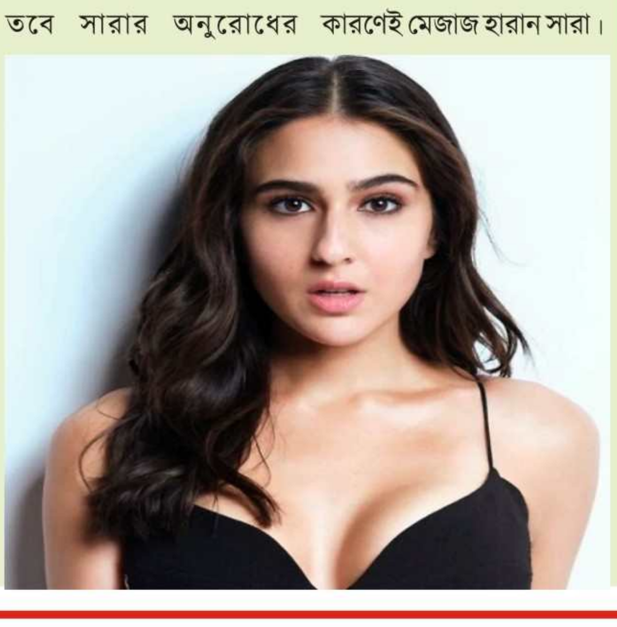

তারকাদের শেষ প্রজন্ম আমি ও শাহরুখ: কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সদ্যই টিকিট পেয়েছেন বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। ক্ষমতাসীন দল বিজেপির হয়ে আসন্ন নির্বাচনে লড়বেন অভিনেত্রী। এরই মধ্যে রাজনীতির মাঠে সক্রিয় হয়ে গেছেন তিনি। যদিও বলিউডে অনেকটাই নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছেন কঙ্গনা।

একের পর এক ফ্লপ সিনেমার পর অভিনেত্রীর ক্যারিয়ার নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে কঙ্গনার মতে, খারাপ সময় যতই যাক, আবারও সাফল্যের ধারায় ফিরবেন তিনি। সেই সঙ্গে নিজেকে শাহরুখ খানের সঙ্গে তুলনা করে তারকাদের জেনারেশনের 'শেষ তারকা' হিসেবেও দাবি করলেন কঙ্গনা।

সম্প্রতি 'টাইমস নাও সামিট;-এ উপস্থিত ছিলেন কঙ্গনা। সেখানেই বিভিন্ন কথোপকথনে নিজেকে এবং শাহরুখ খানকে তারকাদের শেষ প্রজন্ম বলে মন্তব্য করে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

কঙ্গনা বলেন, 'আমি এবং শাহরুখ খান তারকাদের শেষ প্রজন্ম। ওটিটি কখনো তারকা তৈরি করতে পারে না। আমরা পরিচিত মুখ। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় আমাদের অনেক চাহিদা রয়েছে। শুধু টিকে থাকার জন্য ওটিটিতে আসতে পারব না।'

গত কয়েক বছরে একের পর এক সিনেমা বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছে কঙ্গনার। নিজের ব্যর্থ সিনেমা প্রসঙ্গে কঙ্গনা বলেন, "পৃথিবীতে এমন কোনো অভিনেতা নেই, যার ফ্লপ সিনেমা নেই। শাহরুখ খানের ১০ বছর কোনো হিট সিনেমা ছিল না।

কিন্তু 'পাঠান' বক্স অফিসে হিট হয়। ৭-৮ বছর আমার কোনো হিট সিনেমা ছিল না। কিন্তু 'মণিকর্ণিকা' বক্স অফিসে হিট হয়। এরপর তিন-চার বছর কোনো হিট সিনেমা উপহার দিতে পারিনি। এবার 'ইমার্জেন্সি' আসছে, আশা করছি এটি ভালো সাড়া ফেলবে।"

সর্বশেষ কঙ্গনাকে দেখা গেছে 'তেজাস'-এ। গত বছরের ২৭ অক্টোবর মুক্তি পায় সিনেমাটি। ৭০ কোটি রুপি বাজেটের এ সিনেমা মুখ থুবড়ে পড়ে বক্স অফিসে। আয় করে মাত্র সাড়ে ৫ কোটি রুপি। সামনে অভিনেত্রীকে দেখা যাবে 'ইমার্জেন্সি' সিনেমায় ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে। এটি পরিচালনাও করছেন তিনি। সেই সঙ্গে ভোটের মাঠেও সরব হচ্ছেন অভিনেত্রী।

রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন কারিশ্মা-কারিনা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের আগে রাজনীতিতে তারকা সমাগম নতুন কিছু নয়। লোকসভা হোক কিংবা বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঝাঁকে ঝাঁকে তারকারা যোগ দেন রাজনীতিতে। যেমন এ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে হুগলি কেন্দ্র থেকে প্রথম বার লড়ছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই মহারাষ্ট্রের শিন্ডেসেনা দলে যোগ দিয়েছেন গোবিন্দ। শিন্ডেসেনা সূত্রের খবর, লোকসভা ভোটে মুম্বাই উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হতে পারে তাকে। এরপর আরো একটি খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কাপূর পরিবারের দুই মেয়ে কারিশ্মা ও কারিনা নাকি লড়বেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে।

লোলো আর বেবো। কাপূর পরিবারের এই দুই বোনের ভালবাসার কথা শোনা যায় বলিউডের আনাচে-কানাচে। পরস্পরকে চোখে হারান তারা। স্বামী সঞ্জয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ চলাকালীন বোন কারিনাকে বোনের পাশে থাকতে দেখা গিয়েছে। সময়ে-অসময়ে কখনো বোনের পাশ থেকে সরতে দেখা যায়নি বোন করিনাকে। তাই কি এবার রাজনীতির ময়দানেও বোনকে সঙ্গে নিয়েই নামবেন কারিনা? এই মুহূর্তে জোর গুঞ্জন মায়ানগরীতে। কানাঘুষো, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের হাত ধরে শিবসেনায় যোগ দিতে চলেছেন কারিনা এবং কারিশ্মা। কিন্তু কাপূর 'সিস্টার্স' শিবসেনার হয়ে লোকসভায় লড়বেন কি না, সেটা অজানা। আসন্ন ভোটে শিবসেনার প্রার্থীদের হয়ে প্রচারেও দেখা যেতে পারে দু'জনকে। এই বিষয়ে কোনো পক্ষই এখন পর্যন্ত মুখ খোলেনি।

হাল ছেড়ে দিচ্ছেন গার্দিওলা, তবে কি চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পেপ গার্দিওলা, ক্লাব ফুটবল ইতিহাসের এক অনন্য রত্ন। প্রিমিয়ার লিগ থেকে শুরু করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ- সবখানেই যেন আধিপত্য তার। গেলবারই ম্যানচেস্টার সিটির কোচ হিসেবে জিতেছেন ট্রেবল ও। এবারও সেই দৌঁড়ে শীর্ষের কাতারেই ছিলেন তিনি। তবে গত রোববার দিবাগত রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে আর্সেনালের সাথে ড্রয়ের পর ভিন্ন এক সুর পেপ গার্দিওলার মুখে। হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন,ওএটা আর আমাদের হাতে নেইৱ

তবে কি টানা চতুর্থ শিরোপা জয়ের দৌড় থেকে ছিটকে পড়ছে গার্দিওলার দল ম্যানচেস্টার সিটি? প্রিমিয়ার লিগে এবার শীর্ষ তিন দলেরই ২৯টি করে ম্যাচ শেষ। এর মধ্যে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে লিভারপুল, দুই পয়েন্ট পেছনে থেকে দুইয়ে আর্সেনাল। আর ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে সর্বশেষ তিন আসরের চ্যাম্পিয়ন সিটি। আর এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী 'যারা প্রথমে আছে, তারাই ফেবারিট। আর্সেনাল দুইয়ে, আমরা তিনে'-এই হচ্ছে গার্দিওলার যুক্তি।

কিন্তু ইতিহাস অনুযায়ী সিটি কোচের যুক্তি বা পয়েন্ট তালিকার বর্তমান অবস্থাকে চূড়ান্ত ধরে নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণও। কারণ ঠিক আগের মৌসুমেই ২৯ রাউন্ড শেষে আর্সেনাল ৭২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিল। সমান ম্যাচে সিটির পয়েন্ট ছিল ৬৭। কিন্তু মৌসুম শেষে দেখা গেল ২৯ ম্যাচের পর পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে থাকা সিটিই ৫ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শিরোপাজয়ী!

এমন রদবদলের অন্যতম কারণ ছিল নিজেদের মধ্যে পয়েন্ট কাটাকাটি আর শেষ দিকে গানারদের এলোমেলো হয়ে যাওয়া। এবারও তাই লিভারপুল এগিয়ে যেমন ঠিকই, তেমনি শেষ কথাটা বলে দেওয়া যাচ্ছে না এখনই। তবে শেষ দিকে কার সামনে কী অপেক্ষা করছে, প্রতিপক্ষ কারা, ম্যাচ কোথায়, অন্য প্রতিযোগিতাগুলোর ব্যস্ততা কতট্রএসব মিলিয়ে একটা আভাস পাওয়াই যায়।

শেষ ৯ ম্যাচের হিসাব আমলে নিলে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানেই আছে লিভারপুল। অ্যাস্টন ভিলা (চতুর্থ স্থান), টটেনহাম (পঞ্চম) আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (ষষ্ঠ) ছাড়া বাকি সব দলই নিচের দিকের। এর মধ্যে অ্যাস্টন ভিলা ও ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে হবে ওদের মাঠে গিয়ে। লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের তিনটিতেই জিতেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল, একটিতে হার। গত মাসে দুই দলের সর্বশেষ লড়াইয়ে অবশ্য টাইব্রেকারে জিতেছে ইউনাইটেডই (এফএ কাপে)।

ট্রফিজয়ের পথটা খুব বেশি কণ্টকাকীর্ণ নয় বলে কিছুটা স্বস্তি হওয়ারই কথা লিভারপুল কোচের। মৌসুম শেষে অ্যানফিল্ড ছাড়তে যাওয়া এই জার্মান কোচের মুখে তাই ট্রফিসম্ভাবনা প্রশ্নে শোনা গেল উপভোগের মন্ত্র, 'আমরা যদি সামনের সময় উপভোগ করি, তাহলে (ট্রফি জেতার) সুযোগ থাকবে। উপভোগ না করলেও সুযোগ থাকবে, যদিও সেটা কঠিন। যে কারণে এই সময়টা আমরা ইতিবাচক থাকারই চেষ্টা করব।'

ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করছেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতাও। লিভারপুলের মতো তাঁর দলের সামনেও ইউনাইটেড, টটেনহামের বিপক্ষে ম্যাচ বাকি। দুটি ম্যাচই প্রতিপক্ষের মাঠে। আছে অ্যাস্টন ভিলা, ব্রাইটন আর চেলসির বিপক্ষে নিজের মাঠে ম্যাচও। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখ প্রতিপক্ষ হওয়ায় সেখানেও বাড়তি মনোযোগ রাখতে হবে আর্সেনালকে। ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার কথা ধরলে ম্যানচেস্টার সিটির চাপ অবশ্য আরও বেশি, প্রতিপক্ষের নাম যে রিয়াল মাদ্রিদ।

লিগে অবশ্য সিটির চ্যালেঞ্জ তুলনামূলক কমই। শেষ ৯ ম্যাচের মধ্যে বড় ম্যাচ টটেনহামের মাঠে। তবে লিগের শেষ দিনের ম্যাচ বলে এর আগেই নিজেদের ভাগ্য অনেকটাই জেনে যাবে তারা। নিজেদের কাজটা করে যাওয়ার পাশাপাশি অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া যে বিকল্প নেই!

সিটি-আর্সেনালের ড্রতে

এককভাবে শীর্ষে লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজেদের ম্যাচে ব্রাইটনকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিনের শুরুতে আগেই শীর্ষে বসেছিল লিভারপুল। তবে সেই স্থানটি আরও শক্ত পোক্ত করে দিল ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল। কারণ এই দুই দলের মুখোমুখি লড়াই শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। আর তাতে এককভাবে শীর্ষে রয়ে গেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

ঘরের মাঠ ইতিহাদে সিটিজেনরা আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। গানাররা রক্ষণ রেখছিল জমাট। বলের দখলে এগিয়ে ছিল পেপ গার্দিওলার দল। কিন্তু আর্লিং হালান্ডদের আক্রমণ কোনো কাজে আসেনি। গোলের জন্য ১২টি শট নিয়েও তারা লক্ষ্যে রাখতে পারে মাত্র একটি। বিপরীতে গানাররা ছয় শটের দুটিই রেখেছিল অন টার্গেটে।

২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট হলো অলরেডদের। সমান ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে গানাররা। আর তিনে থাকা সিটিজেনদের পয়েন্ট ৬৪।

আন্তর্জাতিক বিরতির আগে লিভারপুলের সঙ্গেও ড্র করেছিল ম্যানসিটি। অন্যদিকে ৮ ম্যাচ পর পয়েন্ট হারাল আর্সেনাল। লিগের বাকি আছে আরো ৯টি ম্যাচ। শেষ দিকে এসে লড়াই জমে উঠল। তবে লিভারপুল এখন অবধি সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। বিদায়ী কোচ ক্লপকে শিরোপা উপহার দিতে চাইলে বাকি ম্যাচগুলোতে লক্ষ্য পূরণ করতে হবে তাদের।

এবার বর্ণবাদের শিকার

বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্পেনের ক্লাব ফুটবলে গত বছরটা কেটেছে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ নিয়ে। যার বেশিরভাগেরই লক্ষ্যবস্তু ছিল রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সেই বিতর্কের দাগ মোছার আগে এবার এক বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন ফুটবলারও একই অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন। স্প্যানিশ ক্লাব সেভিয়ার হয়ে লা লিগায় খেলতে গিয়ে মার্কাস আকুনাকে উদ্দেশ্য করে বর্ণবাদী মন্তব্য করা হয়েছে।

শনিবার রাতে গেটাফে ঘরের মাঠ কলিসিয়াম স্টেডিয়ামে আতিথ্য দিয়েছিল সেভিয়াকে। আর সেখানেই স্বাগতিক দর্শকরা অনাকাঙ্ক্ষিত সেই ঘটনার জন্ম দিয়েছেন। যার কারণে মাঝপথে ম্যাচও বন্ধ করা হয়েছিল। ম্যাচের ৬০ মিনিটে বর্ণবাদের শিকার হন আকুনা, পরে বিষয়টি জানতে পারার পর ৬৮ মিনিটের সময় ম্যাচ বন্ধ করে দেন রেফারি ইগলেসিয়াস ভিলানেভা। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লা লিগার প্রটোকল মেনে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন।

ম্যাচ শেষে এ নিয়ে রেফারি ভিলানেভা জানান, '৬৮ মিনিটে ম্যাচটি বন্ধ রাখতে হয়, কারণ জানতে পেরেছি সফরকারী দলের ১৯ নম্বর জার্সিধারী (সেভিয়াতে মার্কাস আকুনা এই নম্বরে খেলেন) বর্ণবাদী মন্তব্যের শিকার হয়েছেন। গ্যালারি থেকে তার উদ্দেশে 'আকুনা মোনো' এবং 'আকুনা তুমি বানর থেকে এসেছ'। পরে দুই নম্বর সহকারী রেফারি বিষয়টি জানিয়েছেন যে, মাঠের একেবারে কেন্দ্রভাগের গ্যালারি থেকে ওই কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল।'

অনাকাঙ্ক্ষিত ওই ঘটনার কথা স্টেডিয়ামের লাউডস্পিকারে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে আর তেমন মন্তব্য শোনা যায়নি। ম্যাচটিতে শেষ পর্যন্ত স্বাগতিক গেটাফেকে ১-০ গোলে হারায় সেভিয়া। একমাত্র গোলটি করেন সেভিয়ার সাবেক স্প্যানিশ ও রিয়াল মাদ্রিদ তারকা সার্জিও রামোস। ম্যাচ শেষে সেভিয়া কোচ এনরিকে সানচেজ ফ্লোরেস নিজের টুইটার (বর্তমানে এক্স) জানান, এই ম্যাচে সমর্থকদের দ্বারা তিনিও জেনোফোবিক আচরণের শিকার হয়েছেন। সমর্থকরা তাকে আপত্তিকরভাবে 'জিপসি' (যাযাবর) সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার শিরায় প্রবাহিত প্রতিটি কণা জিপসি রক্তের জন্য গর্বিত। কিন্তু জিপসি হওয়া এক কথা এবং এটাকে অন্যভাবে বর্ণবাদী কটাক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা আরেক কথা।'

এমন বিদ্বেষ ও বর্ণবাদী আচরণের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন স্বাগতিক গেটাফের কোচ হোসে বরদালাস। তিনি প্রটোকল চালু করার কথা জানিয়ে বলেন, বর্ণবাদ দূর করতে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরে এক বিবৃতিতে লা লিগা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'ক্রীড়াজগতে বর্ণবাদ বা ঘৃণিত আচরণের কোনো জায়গা নেই। লা লিগা তীব্রভাবে সব ধরনের বর্ণবাদী আচরণের নিন্দা জানায় এবং এই অগ্রহণযোগ্য আচরণকে প্রশমিত করতে কাজ করে যাবে।'

ঘরের মাঠেও দুয়োধ্বনি শুনতে হলো পান্ডিয়াকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হার্দিক পান্ডিয়ার সময়টা ভালো যাচ্ছে না কোনোভাবেই। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে তাকেই মুম্বাইয়ের অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত এখনো যেন মেনেই নিতে পারছেন না মুম্বাই ভক্তরা। এর আগে নিজেদের ঘরের বাইরের মাঠে দুয়োধ্বনি শুনতে হয়েছিল তাকে। এবার তো সরাসরি নিজেদের মাঠ ওয়াংখেড়েতে দুয়ো শুনলেন হার্দিক। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বইয়ং রোহিতই এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মুম্বাইয়ের দর্শক যেন এবারে রোহিতের কথাও শুনতে নারাজ। বিশেষ করে হার্দিক যখন দলের প্রয়োজনে বড় রান করতে ব্যর্থ, তখন ঘৃণা যেন আরও বেশিই দেখালেন মুম্বাই সমর্থকরা। ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও হার্দিককে লক্ষ্য করে ভেসে এল ব্যাঙ্গাত্মক শিস। টস করতে নামার সময় স্টেডিয়াম জুড়ে শোনা গেল 'রোহিত, রোহিত' চিৎকার। হার্দিক যে দুয়ো পেতে পারেন, তা আঁচ করা গিয়েছিল আগেই। আহমেদাবাদ এবং হায়দরাবাদে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের আগের দু'টি ম্যাচে একই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। ওয়াংখেড়েও বাদ গেল না। টসের আগে থেকেই আক্রমণ শুরু হয়। হার্দিক ওয়ার্ম-আপ করতে নামার সময়েই ব্যাঙ্গাত্মক শিস দেওয়া শুরু হয়। এর পর স্টেডিয়ামে তার নাম বলার সময়েও দেয়া হয় এমন শিষ দিয়েছেন অনেকে। হার্দিক টস করতে নামার সময় আবার বদলে গেল দর্শক প্রতিক্রিয়া। ওয়াংখেড়েতে রোহিতের নাম ধরে চিৎকার শুরু হয়। তখনই মাইক হাতে সঞ্জয় মাঞ্জরেকার দর্শকদের সংযত হতে বলেন। তাতেও থামেনি চিৎকার। হার্দিক ব্যাট করতে নামার সময়েও 'শচীন টেন্ডুলকর স্ট্যান্ড' থেকে কটাক্ষ ভেসে আসে।

ম্যাচটিতে আগে ব্যাট করতে নেমে গোল্ডেন ডাক মারেন রোহিত শর্মা, নোমান ধির এবং ব্রেভিস। এক ট্রেন্ট বোল্টেই ভারসাম্য হারায় মুম্বাই। পরে ইশান কিষান ফিরে যান ১৬ রানে। ব্যাট হাতে দলকে নেতৃত্ব দিতে পারেননি হার্দিক। ৩৪ রানে ফিরে যান ক্যাপ্টেন। পরে তিলক ভার্মা আর টিম ডেভিদের দৃঢ়তায় ১২৫ রান তোলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। জবাব দিতে নেমে ১০ রানেই প্যাভেলিয়নে ফিরে যান জয়সওয়াল। পরে সাঞ্জু স্যামসন, জশ বাটলাররাও ফিরে যান দ্রুত। কিন্তু রাজস্থানকে বিপদে পড়তে দেননি রিয়ান পারাগ। ৩৯ বলে ৫৪ রান করেন এই ব্যাটার।

আইপিএলে যে লজ্জার রেকর্ড গড়লেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের সবচেয়ে সফলতম দুই দলের একটি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। চেন্নাই সুপার কিংসের মতো তাদের ঘরেও আছে ৫টি আইপিএল শিরোপা। আর সবকটা শিরোপার কারিগর যিনি, তার নাম রোহিত শর্মা। নিজের সময়ের বিশ্বসেরা ওপেনার এবং ভারত জাতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত অবশ্য এবার মুম্বাইয়ের নেতৃত্বে নেই। আর সেটা নিয়ে বড় রকমের বিতর্কও দেখা যাচ্ছে। রোহিতের কাছ থেকে ব্যাটার হিসেবে আরও ভালো কিছু পাওয়ার আশাতেই নাকি অধিনায়কের পদ থেকে তাকে সরানো হয়েছিল। কিন্তু ভারতের এই ওপেনার যে ব্যাট হাতেও পার্থক্য গড়তে পারছেন না। মুম্বাই হেরেছে টানা তিন ম্যাচ। এই তিন ম্যাচে ছিল না কোনো রোহিতসুলভ ইনিংস। সবশেষ রাজস্থানের বিপক্ষে ম্যাচে তো গোল্ডেন ডাকই মেরেছেন তিনি।

রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে প্রথম বলে আউট হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত এক রেকর্ডের মালিকও হয়েছেন ভারত অধিনায়ক। আইপিএলে এখন সর্বোচ্চ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন রোহিত। মোট ১৭ বার ডাক মেরেছেন সময়ের সেরা এই ওপেনার। অবশ্য এই লজ্জায় তিনি একা নন। আগে থেকেই ১৭ ডাক নিয়ে সবার ওপরে ছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিককে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন চার জন। এদের মধ্যে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও সুনীল নারাইন মারকুটে ব্যাটার হিসেবে স্বীকৃত। পীযূষ চাওলা, মানদীপ সিংও মেরেছেন ১৫ ডাক। এরপরেই আছেন রশিদ খান, মনীশ পাণ্ডে ও আম্বাতি রাইডু। এদের ডাক আছে ১৪ বার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও ডাক মারার হিসেবে ওপরের দিকে আছেন রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড রোহিতের। সর্বোচ্চ ১৩ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং।

এছাড়া স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ শূন্য রানে ৪৩ বার আউট হয়েছেন সুনীল নারাইন। ইংল্যান্ডের সাবেক ওপেনার অ্যালেক্স হেলসও ৪৩ বার ডাক মেরেছেন।

হারের দিনে

নতুন রেকর্ড গড়লেন ধোনি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লির তোলা ১৯১ রানের জবাবে ধোনির চেন্নাই থেমেছে ১৭১ রানে। টানা দুই জয়ের পর গতকাল প্রথম হারের মুখ দেখল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। অন্যদিকে টানা হারের পর জয়ে ফিরল রিশভ পন্তের দিল্লি। কিন্তু হেরে যাওয়া ম্যাচেও অনন্য নজির গড়ছেন ধোনি। যে কীর্তিতে তিনি একাই অবস্থান করছেন। তার পাশে নেই আর কেউই। প্রথম উইকেটকিপার হিসাবে এদিন ৩০০তম ডিসমিসাল ধোনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সফলতম উইকেটকিপারও তিনিই। ধোনির ৩০০ ডিসমিসালের মধ্যে রয়েছে ২১৩টি ক্যাচ এবং ৮৭টি স্ট্যাম্পিং। ৩১ মার্চ রবীন্দ্র জাদেজার বলে পৃথ্বী শয়ের ক্যাচ ধরার পরেই এই নজির গড়েন তিনি। এই তালিকায় ধোনি অবশ্য বেশ আগে থেকেই শীর্ষে অবস্থান করছেন। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন উইকেটকিপার কামরান আকমল। তিনি ২৭৪টি ডিসমিসাল করেছেন। যার মধ্যে ১৭২টি ক্যাচ এবং ১০২টি স্টাম্পিং করেছেন। তৃতীয় স্থানে থাকা দীনেশ কার্তিকেরও ২৭৪টি ডিসমিসাল (২০৭টি ক্যাচ এবং ৬৭টি স্ট্যাম্পিং) রয়েছে।

তালিকায় চতুর্থ স্থানে কুইন্টন ডি'কক। লখনৌয়ের হয়ে খেলা এই প্রোটিয়া ক্রিকেটারের ডিসমিসাল সংখ্যা ২৭০টি (২২১টি ক্যাচ এবং ৪৯টি স্ট্যাম্পিং)। আর পাঁচে থাকা জস বাটলারের ঝুলিতে ২০৯টি ডিসমিসাল (১৬৮টি ক্যাচ এবং ৪১টি স্ট্যাম্পিং)।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR